Black Man

The Alien

(Part-1)

DO NOT COPY

(A Story by Pritam Chakraborty)

আমি তোমাদের নতুন বন্ধু। আমার নাম ব্ল্যাকম্যান।

আমি নেপচুন থেকে তোমাদের জন্য পৃথিবীতে এসেছি।

আমি পৃথিবীতে কীভাবে আসলাম সেই গল্প আজ তোমাদের বলবো।

ব্ল্যাকম্যান ও অন্যান্য এলিয়েনরা সবাই মিলে নেক্সাস গ্রহে যাচ্ছে। নেক্সাস গ্রহের বাসিন্দারা একটি বিপদে পড়েছে। কতগুলো অন্য গ্রহের এলিয়েনরা তাদের বন্দি করে রেখেছে। নেপচুনের বাসিন্দা ব্ল্যাকম্যান ও তাদের সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন মিঃ রুনারি নেক্সাস গ্রহের বাসিন্দাদের রক্ষা করতে ভারি অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে ফ্লাইং সসারে করে যাচ্ছে।

ব্ল্যাকম্যানঃ আমরা এখন মহাকাশে। আমরা ফ্লায়িং সসারে করে নেক্সাস গ্রহে যাচ্ছি। চারিদিকে উজ্জ্বল কোটি কোটি তারার খেলা আর বিশাল বিশাল পাথর। পাথরগুলো থেকে সাবধানে চলতে হচ্ছে। নাহলে একবার যদি ধাক্কা লাগে তাহলে আমাদের উড়োযানটি ধ্বংস হয়ে যাবে!আমাদের উড়োযানটি পৃথিবীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

ব্ল্যাকম্যান ও ক্যাপ্টেন রুনারিদের প্লেনটি যে পাইলট চালাচ্ছে সে মনে হয় একটু অসতর্ক। ক্যাপ্টেন রুনারি বারবার পাইলটকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

ব্ল্যাকম্যানঃ একি! আমাদের যানটি হঠাৎ একটি পাথরের সাথে ধাক্কা খেল। আমরা পৃথিবীতে পরে যাচ্ছি।

ক্যাপ্টেনঃ আমার মনে হচ্ছে আমরা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে

যাচ্ছি। আমাদের ফ্লায়িং সসারটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে!

ব্ল্যাকম্যানঃ তাহলে তো আমরা মারা যেতে পারি।

ক্যাপ্টেনঃ আমরা মারা যাব না। কারন, আমাদের গায়ে

একটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র লাগানো আছে, কিন্তু ফ্লায়িং সসারটি যেভাবে পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছে তাতে আমরা

কে কোথায় ছিটকে পরবো তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ব্ল্যাকম্যানঃ একি! একি! আমরা পৃথিবীতে ছিটকে পরে যাচ্ছি। আমাদের বাচাও, সাহায্য করো।

ক্যাপ্টেন এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য সর্বচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে তার পকেট থেকে ক্লনার নামক একটি যন্ত্র বের করে তাদের উড়োযানটি ঠিক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু উড়োযানটি এমন ভাবে ধ্বংস হয়েছে যে নেপচুনের ১৩০০৯৪৭ সালের সেরা দশটি যন্ত্রের একটি ক্লনার, এই ভালো যন্ত্র দিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না।

DO NOT COPY

DO NOT COPY

কিছুক্ষন পরঃ

ব্ল্যাকম্যানঃ একি! আমরা কোথায়, আমার মনে হয় আমরা পৃথিবীতে চলে এসেছি!

তাই তো মনে হয়। চারিদিকে উচু উচু বাদামি রঙের লম্বাটে জিনিস তার ওপর সবুজ রং, মনে হয় এগুলো গাছ। একদিকে একটা স্বচ্ছ রংবিহীন তরল জিনিস। মনে হয় পানি হতে পারে। পুরো জায়গাটাই সবুজ রঙের গাছে ভরা। কি অদ্ভুত পৃথিবী!!!

আমাদের গ্রহে তো গাছ হয় নীল রঙের। আর পানি হলুদ রঙের। ভাগ্যভালো যে আমি পৃথিবী সম্পর্কে কিছু হলেও

জ্ঞান রেখেছিলাম। নাহলে তো আমি কিছুই বুঝতাম না।

কিন্তু,আমাদের ক্যাপ্টেন কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

এখন আমি কি করবো। আমি তো পৃথিবীতে কাউকে চিনি না। তার ওপর যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে!!

তারা তো আমাকে মেরে ফেলবে। সে যাই হোক আমার

এখন খুব খিদে পেয়েছে। দেখি খুজে কিছু খাবার পাই কিনা না। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ হাটার

পর আমি দেখলাম কতগুলো জন্তু। দুই পাওয়ালা আর দুটি হাত, আমার মত একটি মাথা। জন্তুগুলো অনেক খাটো। মনে হয় এরা এই সবুজ গাছে ভরা বনের অধিবাসী।

আমি লুকিয়ে দেখতে লাগলাম লোকগুলো কি করে! দেখি,

লোকগুলো কিছু মাংস নিয়ে ওগুলো কাচা খাচ্ছে!

আমাদের নেপচুন গ্রহে একটি মেশিনের সামনে গিয়ে যেকোনো খাবার চাইলেই দিয়ে দেয়। মনে হয় পৃথিবীতে এখনও এতো উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি।

DO NOT COPY

একি,একটা লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। সে মনে হয়

আমাকে দেখে ফেলেছে। সে আস্তে আস্তে আমার সামনে এল তারপর আমাকে দেখে চোখ লাল করে আমার দিকে তাকাল। আমি ভয় পেলাম। সে আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!!
মনে হয় আমাকে মেরে ফেলবে।

এখন আমি কি করবো? প্লিজ, দয়া করে আমাকে বাচাও, কেউ আমাকে সাহায্য করো। আমাকে তারা মেরে ফেলবে, আমি কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু কেউ আমাকে বাচাতে আসছে না। আমি চিৎকার করতে লাগলাম, দয়া করো কেউ আমাকে বাচাও.....

বন্ধুরা, ব্ল্যাকম্যানের পৃথিবীতে আসার রহস্যময় অভিযানের পার্ট-১ (Part-1) শেষ। এর পরের অংশ অর্থাৎ পার্ট-২ (Part-2) পরতে হলে প্লিজ কিছুদিন অপেক্ষা কর।

আমি দ্রুতই সেটার লিংক blackhash.weebly.com এ দেব।

আর, গল্পটি কেমন লেগেছে তা আমাদের জানাতে পার ও তোমার নিজের গল্প আমাদের পাঠাতে পার pritamchakraborty17@yahoo.com এই ঠিকানায় ইমেইল করে।

DO NOT COPY